রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২১, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৭ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯১-আইন/২০১১—যেহেতু পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২১, ধারা ৪৮ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃ অভিকর) বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ধারা ২৩ এ প্রত্যেক পানি অভিকর ও পয়ঃঅভিকর কার্যকর হওয়ার তারিখে অন্যূন ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবার বিধান রহিয়াছে;

সেহেতু সরকার প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃ অভিকর) বিধিমালা, ২০১১ দ্বারা পানি ও পয়ঃ সংযোগের ক্ষেত্রে ফি, অভিকর, ইত্যাদি কার্যকর করিবার লক্ষ্যে আইনের ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক নিম্নরূপ প্রস্তাবিত বিধিমালা সর্ব-সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রাক-প্রকাশ করিল। প্রস্তাবিত বিধিমালার বিষয়ে কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা এই বিধিমালা প্রাক-প্রকাশনা করিবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর লিখিতভাবে জানাইতে হইবে উক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত বিধিমালার বিষয়ে কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনা করিবে, অন্যথায় সরকার উহা চূড়ান্তভাবে জারি করিবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃঅভিকর) বিধিমালা, ২০১১

প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।—(১) এই বিধিমালা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃঅভিকর) বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২ (খ) ও ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সকল পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) 'অভিকর' অর্থ এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পানি, বা ক্ষেত্রমত, পয়ঃঅভিকর ;

(২) 'আইন' অর্থ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);

(৩) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের জন্য আইনের অধীন গঠিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ;

(৪) 'প্রধান প্রকৌশলী' অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী;

(৫) 'প্রধান রাজস্ব কর্মকতা' অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা;

(৬) 'পানির সংযোগ' অর্থ কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রদত্ত পানির সংযোগ;

(৭) 'পয়ঃ সংযোগ' অর্থ পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পয়ঃ সংযোগ;

(৮) 'বোর্ড' অর্থ কর্তৃপক্ষের বোর্ড;

(৯) 'হোল্ডিং' অর্থ বিধি ৩ এর অধীন শ্রেণী বিন্যাসিত কোন হোল্ডিং;

(১০) 'হোল্ডিং এর মালিক' অর্থ কোন হোল্ডিং মালিক এবং মালিক ব্যতীত মালিকের আইন সম্মত কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ আইনসম্মতভাবে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। **হোল্ডিংয়ের শ্রেণী বিন্যাস**—(১) কর্তৃপক্ষ ব্যবহারের ধরন বিবেচনা করিয়া উহার অধিক্ষেত্রের হোল্ডিংসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী বিন্যাস করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) **আবাসিক** ঃ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাসস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা উক্তরূপ অবকাঠামোর ব্যবহৃত অংশ আবাসিক বা সামাজিক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) **বাণিজ্যিক** ঃ কোন বাণিজ্যিক পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়, বিপণন বা মুনাফা অর্জিত হয় এইরূপ যে কোন বা সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ভবন অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যবহৃত কোন ভবন বা অবকাঠামোর উক্তরূপ ব্যবহার বাণিজ্যিক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) **শিল্প প্রতিষ্ঠান** ঃ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন উৎপাদন, মূল্য-সংযোজন বা প্রক্রিয়াকরণের কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পানির অভিকর

৪। **পানির অভিকর।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন প্রকার পানি ব্যবহারের জন্য, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পানির অভিকর নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) আইনের ধারা ৩ এর অধীন কোন কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যমান পানি অভিকরের হার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, পানির উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বিনিয়োগ, পরিচালন ও উৎপাদন ব্যয় বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পানির অভিকর নির্ধারণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই অভিকর পানির উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বিনিয়োগ, পরিচালন ও উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মুদ্রাস্ফীতির কারণে পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত ব্যয় বহনের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, উক্ত অভিকর বা চার্জ প্রতি অর্থ বৎসরে একবার অনধিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত সমন্বয় করিতে পারিবে।

(৩) পাঁচ শতাংশের অধিক মুদ্রাস্ফীতি জনিত অথবা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে, উক্তরূপ ব্যয় মিটানোর জন্য সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, কর্তৃপক্ষকে উহার অভিকর বা চার্জের হার বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পানির অভিকর কার্যকর হইবার ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে তাহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গণমাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে।

৫। **পানির মিটারবিহীন সংযোগের অভিকর।**—(১) প্রতিটি মিটারবিহীন অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগ পাইপের ব্যাস অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পানির অভিকর আরোপিত হইবে।

(২) এক মাসের কম সময়ের জন্য কোন অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া হইলে উহার জন্যও পূর্ণমাসের অভিকর পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) কোন হোল্ডিংয়ের নির্মাণাধীন স্থাপনার নির্মাণ কাজের সম্পন্নকৃত অংশ, উহা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য হইলে, উক্ত নির্মাণ সম্পন্নকৃত অংশের পানির অভিকর নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এর মালিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদন করা হউক বা না হউক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কিংবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্তরূপে ব্যবহারযোগ্য হইবার পনের দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের ব্যবহারযোগ্য অংশের জন্য পানির অভিকর আরোপের উদ্দেশ্যে সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন এবং পানির ব্যবহার নিরূপণ করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পানি অভিকর আরোপ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে আরোপিত পানির অভিকর সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ পূর্বে স্থাপিত অস্থায়ী সংযোগের জন্য আরোপিত পানি অভিকরের অতিরিক্ত হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অস্থায়ী সংযোগ মিটারযুক্ত হইলে উপ-বিধি (৩) ও (৪) প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) ফায়ার হাইড্রেন্ট ও রাস্তার কল, সরকারী উদ্যান ও বাগানে পানির জন্য সরকার এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পানির অভিকর আরোপিত হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে—

(ক) আবাসিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যে, মিটারবিহীন পানির ব্যবহার সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ বসবাসকারী লোক সংখ্যার দৈনিক মাথাপিছু ১৫০ লিটার হারে ন্যূনতম ৯০০ লিঃ নিরূপিত হইবে;

(খ) আবাসিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক পানির ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপিত হইবে, যাহা দৈনিক ১০০০ লিটারের নিম্নে হইবে না।

(৭) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে যে সকল হোল্ডিংয়ে মিটারবিহীন পানির সংযোগ বিদ্যমান ছিল, সে সকল হোল্ডিংয়ে মিটার স্থাপনের পর হইতে মিটার রিডিং ভিত্তিতে পানির বিল নির্ধারণ করা হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এইরূপ তিন মাসের গড় মিটার রিডিং ভিত্তিতে পূর্বতন বিলসমূহ সংশোধন করা যাইবে।

৬। **মিটারযুক্ত সংযোগের পানির অভিকর।**—(১) কোন হোল্ডিং এ স্থাপিত প্রতিটি মিটারের রিডিং এর ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পানির অভিকর আরোপ করা হইবে।

(২) কারিগরী ত্রুটি বা মিটার চুরি যাওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে কোন মিটার পানির খরচ রেকর্ড করিতে ব্যর্থ হইলে হোল্ডিংয়ের মালিক, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার পূর্বানুমোদনক্রমে, অবিলম্বে উহা মেরামত অথবা প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন বা নতুন মিটার সংযোগ করিবেন এবং উক্তরূপ মেরামত বা পরিবর্তন বা নতুন মিটার সংযোগ না করা পর্যন্ত পূর্বের তিন মাসের মিটার রিডিংয়ের গড়ের ভিত্তিতে পানির অভিকর বিল জারী করা হইবে।

(৩) পূর্ববর্তী তিন মাসের রিডিংয়ের গড় পানির খরচ অযৌক্তিকভাবে হোল্ডিংয়ের কাঠামো বা পানির ব্যবহারের মাত্রা বা বসবাসকারী জনসংখ্যার তুলনায় কম বিবেচিত হইলে, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নূতন মিটার স্থাপন পরবর্তী তিন মাসের রিডিংয়ের গড়ে পূর্বের বিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রতিটি হোল্ডিং এ স্থাপিত মিটারের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিক দায়ী থাকিবেন।

(৫) কোন হোল্ডিং এর মালিক মিটার টেষ্টিং, মেরামত বা, ক্ষেত্রমত, নূতন মিটার সরবরাহ ও উহার স্থাপন ব্যয় বহন করিবেন।

(৬) পানি অভিকর ফাঁকির উদ্দেশ্যে মিটারে কোনরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপ (temper) প্রমাণিত হইলে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আইন ও এই বিধিমালার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণসহ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবহৃত পানির অভিকর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭। **বস্তিতে পানির অভিকর আরোপ।**—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন বিবেচনায়, বস্তিতে পানির অভিকর আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অভিকরের হার কোনক্রমেই আবাসিক হারের অধিক হইবে না এবং উহা জমির মালিক বা, ক্ষেত্রমত, স্থানীয় সহায়ক সংগঠন এর নিকট হইতে আদায় করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, বস্তির পানির অভিকর আবাসিক বা সামাজিক অভিকরের হার অপেক্ষা কম হারে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত সংগঠন বস্তির অভ্যন্তরে পয়ঃ বিতরণ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং ওয়ার্ড সেনিটেশন টাস্ক ফোর্স উহার কর্মকান্ড মনিটর করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারী সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট হইতে এইরূপ পানি সরবরাহে এবং অভিকর আদায়ে সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। **পানির বিল পরিশোধ।**—(১) এই বিধিমালার অধীন আরোপিত পানির অভিকর এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর ও চার্জ বিলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত ব্যাংকের মাধ্যমে হোল্ডিংয়ের মালিক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন আরোপিত পানির অভিকর এবং পয়ঃ অভিকর একই বিলে দাবী ও আদায় করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বকেয়া বিল আদায় করার ক্ষেত্রে গ্রাহকের আবেদন মোতাবেক একাধিক মাসিক কিস্তিতে বিল পরিশোধ করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোন হোল্ডিংয়ের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পানির বিল পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী তিন মাস নিম্ন-বর্ণিত হারে অধিকতর সারচার্জ/অধিকরসহ বিল পরিশোধ করিতে পারিবেন। যথা ঃ—

প্রদেয় তারিখের পরিবর্তে সময়	সারচার্জ/অধিকরের হার
১ম মাসের মধ্যে	মূল বিলের ৫%
২য় মাসের মধ্যে	মূল বিলের ১০%
৩য় মাসের মধ্যে	মূল বিলের ১৫%

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আরোপিত ১৫% সারচার্জ/অধিকরসহ বিল পরিশোধের তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী দিন হইতে অপরিশোধিত বিল বকেয়া হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐ দিন হইতে বকেয়া পরিশোধের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ দিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বকেয়া আদায়ের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, গ্রাহকের আবেদন এর ভিত্তিতে সারচার্জ/অধিকর ব্যতিত বিল পরিশোধের অনুমতি প্রদান কিংবা অনধিক ত্রিশ দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৫) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ পানি সরবরাহের জন্য প্রিপেইড মিটার প্রবর্তন করিতে পারিবে।

(৬) যে সকল এলাকায় ড্রেনেজ (নিষ্কাশন) ব্যবস্থার সুবিধাদি বিদ্যমান থাকিবে সে সকল এলাকার গ্রাহকের মোট পানির বিলের উপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত ড্রেনেজ চার্জ ধার্য করা যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পয়ঃঅভিকর

৯। পয়ঃঅভিকর।—(১) কোন এলাকায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পয়ঃ ব্যবস্থা প্রর্বতন করিবার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত এলাকাধীন সকল হোল্ডিং এর মালিককে পয়ঃ সংযোগ গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোন হোল্ডিংয়ের মালিক উক্তরূপ সংযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে পয়ঃ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পর দিন হইতে কর্তৃপক্ষ ১০০ ফুটের মধ্যে অবস্থিত সকল হোল্ডিংয়ের উপরও পয়ঃ অভিকর আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি হোল্ডিংয়ের উপর এই বিধিমালার অধীন আরোপিত পানি অভিকরের সমহারে পয়ঃঅভিকর আরোপ করা হইবে এবং উক্ত বিধিমালার অধীন দাবীকৃত পানির অভিকরের সহিত পয়ঃঅভিকর একত্রে আদায় করা হইবে।

(৩) পয়ঃ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে, বিধি ৮ এর বিধান প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্ত্বেও, যে সকল ক্ষেত্রে কোন শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক মিশ্রিত তরল এবং অন্যান বর্জ্য কর্তৃপক্ষের পয়ঃ লাইনে খালাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে বর্জ্য প্রবাহের পরিমাণ ও অনুগঠন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পৃথক পয়ঃঅভিকর নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) পানি সংযোগবিহীন অথচ পয়ঃ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হোল্ডিংয়ের পয়ঃঅভিকর হোল্ডিংয়ে বসবাসকারী লোকসংখ্যার দৈনিক মাথাপিছু ১২৫ লিটার হারে এবং ন্যূনতম ৫০০ লিটার হারে নিরূপিত হইবে।

(৬) পানি ও পয়ঃসংযোগবিহীন হোল্ডিংয়ের যে সব ক্ষেত্রে ১০০ ফুটের মধ্যে পয়ঃ নেটওয়ার্ক রয়েছে, সে সব হোল্ডিংয়ে পয়ঃকর ধার্য করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। **বস্তিতে পয়ঃঅভিকর আরোপ।**—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন বিবেচনায়, বস্তিতে পয়ঃঅভিকর আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অভিকরের হার কোনক্রমেই আবাসিক হারের অধিক হইবে না এবং উহা জমির মালিক বা ক্ষেত্রমত, স্থানীয় সহায়ক সংগঠন এর নিকট হইতে আদায় করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, বস্তির পয়ঃঅভিকর আবাসিক বা সামাজিক অভিকরের হার অপেক্ষা কম হারে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত সংগঠন বস্তির অভ্যন্তরে পয়ঃ বিতরণ ব্যবস্থা রক্ষাণাবেক্ষণ করিবে এবং ওয়ার্ড সেনিটেশন টাস্ক ফোর্স উহার কর্মকান্ড মনিটর করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারি সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট হইতে এইরূপ পানি সরবরাহে এবং অভিকর আদায়ে সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিবিধ

১১। **অপসহযোগ।**—(১) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারী যদি অসাধুভাবে কোন কাজ করিয়া বা করা হইতে বিরত থাকিয়া আইনের অধীন এমন কোন অপরাধ করিবার জন্য কাহাকেও সাহায্য করেন বা করিবার সুযোগ করিয়া দেন যাহা প্রতিরোধ করা বা উদঘাটন করা অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করা তাহার দায়িত্ব ছিল, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

১২। **বকেয়া আদায়।**—এই বিধিমালার অধীন কোন ব্যক্তির নিকট বকেয়া পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 এর অধীন সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৩। মালিকানা হস্তান্তরের নোটিশ।—(১) যখনই কোন ভবন এবং উহার ভিত্তিমূলের ভূমির মালিকানা হস্তান্তর হইবে, হস্তান্তর দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্তরূপ হস্তান্তরের লিখিত নোটিশ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবেন।

(২) যে কোন অভিকর পরিশোধের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে উপ-বিধি (১) অনুসারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেন, তাহা হইলে হস্তান্তর নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ সম্পত্তির অভিকর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) এই বিধির কোন কিছুই হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট হইতে অভিকরের বকেয়া আদায়ে কর্তৃপক্ষকে বারিত করিবে না

১৪। উত্তরাধিকারের নোটিশ।—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন জমি অথবা ভবনের মালিক বা প্রত্যেক ব্যক্তি উক্তরূপ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে লিখিত নোটিশ দ্বারা বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

৩৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এই বিধিমালা বলবৎ হইবার সংগে সংগে নিম্নবর্ণিত Rules, অতঃপর রহিতকৃত Rules বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) Dhaka Water Supply & Sewerage Authority (Sewer Connection and Levy of Sewer Rate) Rules, 1966;

(খ) Chittagong Water Supply & Sewerage Authority (Sewer Connection and Levy of Sewer Rate) Rules, 1966।

২। উক্ত রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত Rules এর অধীনকৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার অধীন অনিষ্পন্ন সকল বিষয় এই বিধিমালার অধীন অনিষ্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবে যাহা এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দা সালমা জাফরীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd